বর্তমান শিক্ষা নীতি প্রণয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব

হাফেজা আসমা খাতুন

বর্তমান সদাশয় সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে হাত দিয়েছেন। সরকার আশা করেন, এ শিক্ষানীতিতে জনগণের আশা, আকাংক্ষা, জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হবে। এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সরকার সকল শ্রেণীর সুধী ও চিন্তাবিদের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেছেন, যার জন্যে আজকের এ শিক্ষা ওয়ার্কশপের আয়োজন। আমরা এ আয়োজনকে স্বাগতম জানাই। সরকারের এ উদারনীতিকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমাদের প্রথম বক্তব্য হলো, বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের সাথে একমত হয়ে বলতে চাই যে, একটা শিক্ষানীতি কিছুতেই অন্তর্বর্তীকালীন হওয়া ন্যায়সংগত ও বাঞ্ছনীয় নয়। এ শিক্ষানীতি স্থায়ী শিক্ষানীতি হবে। নয়তো দু'এক মাসের মধ্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই এ শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যাস্ত করা উচিত। কেননা একটা শিক্ষানীতি প্রণয়নে দেশের কত অর্থের অপচয় হয় তা সকলেই জানেন। এ পর্যন্ত অনেক শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে যা জনগণের সামনে কোনদিন প্রকাশ পায়নি। তাতে আমাদের দেশের মতো দরিদ্র দেশের কত অর্থের অপচয় হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই আর অর্থের শুধু শুধু অপচয় নয়। শিক্ষানীতি প্রণীত হলে তা স্থায়ী হওয়াই উচিত, নয়তো জনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত।

অক্টোবর মাসেই দু'দুটো শিক্ষাওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। বরিশাল, ভোলা শিক্ষা ওয়ার্কশপ ও খুলনা বিভাগীয় শিক্ষা ওয়ার্কশপ। আমি একটি বালিকা মাদ্রাসার প্রধানা হিসাবে দুটো ওয়ার্কশপেই আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করি এবং আমার অভিমত ব্যক্ত করি। আমাদের মতামত কতখানি গৃহীত হবে জানি না। তবে অনেকেই আমার বক্তব্যগুলো লেখার আকারে প্রকাশ করার জন্য জানিয়েছেন। তাই আমার বক্তব্যটা লেখার আকারে সকলের সামনে তুলে ধরলাম। একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করার জন্য পাঁচ মিনিট সময় অতিশয় স্বল্প। যার জন্য আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত সীমিত রাখতে হয়েছিল। এখানে আমার বক্তব্যগুলো তুলে ধরছি।

এ দেশের জনগণের শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। কাজেই ন্যায়সংগতভাবেই এ দেশের শিক্ষানীতিতে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। বৃটিশ আমলের গোলামী শিক্ষানীতি আশু পরিহার করে আমাদের ছাত্র সমাজকে আদর্শ ও নৈতিক চরিত্রবান, সুদক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

চিত্তবিনোদন ও সংস্কৃতির নামে আমাদের আদর্শবিরোধী কার্যকলাপ, বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদের শিক্ষাঙ্গন বহির্ভূত রাখতে হবে। সর্বোপরি বর্তমান সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের হাত হতে রক্ষা করতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে সংযোজন করতে হবে।

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষায় যে সিলেবাস চালু রয়েছে তাতে স্কুলের প্রতিটি পাঠ্য বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তৎসংগে আরবী, উর্দু, ফারসী ইত্যাদি বিষয়েও মাদ্রাসা ছাত্ররা জ্ঞান লাভ করছে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের ছাত্রসমাজকে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত না করে, ফারসী, উর্দুর অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে অথবা মান কিছু কমিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করে দেয়া উচিত। যাতে করে আমাদের তরুণ সমাজ মাদ্রাসা শিক্ষার ফলে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুভূতিসম্পন্ন আদর্শ চরিত্রবান নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং আমাদের ছাত্র সমাজে দু'টি পরস্পরবিরোধী চরিত্রের সৃষ্টি না হয়। এ আশা-আকাংক্ষা এদেশের জনগণের বহুদিনের। এ ব্যাপারে সদাশয় সরকার জনগণের মতামত গ্রহণ করতে পারেন। আমি মনে করি এ পদক্ষেপ শিক্ষাক্ষেত্রে এবং ছাত্র সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে একটা বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

জাতীয় চরিত্র সংশোধনের জন্য অবিলম্বে আরও একটি পদক্ষেপ নেয়া দরকার। আর তা হচ্ছে, জাতীয় চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ যেমন—সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, মদ্যপান, ব্যভিচার, নগ্নচিত্র সম্বলিত পোষ্টার, সিনেমা পত্র পত্রিকা, অশ্লীল সাহিত্য, সিনেমা, টিভিতে বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণাদির সহজলভ্যতা এবং প্রকাশ্য প্রচার ইত্যাদি অবিলম্বে প্রতিরোধ করতে হবে। তা না করা হলে জাতীয় চরিত্র সংশোধন কোনদিন সম্ভব হবে না। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকবে। জাতীয় চরিত্রে কোনদিন এর প্রতিফলন ঘটবে না। আর জাতীয় চরিত্রই যদি সংশোধন না হয়, তবে সরকারের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। জাতীয় চরিত্র ধ্বংসের ফলে আজ শিক্ষাঙ্গনের মতো পবিত্র অঙ্গনও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত দক্ষ কারিগর মেশিনের পার্টস চুরি করে জাতীয় সম্পদের অপচয় করবে। বিল্ডিং ও রাস্তাঘাট তৈরীর কাজে কন্ট্রাক্টরদের দেয়া বিরাট অংকের ঘুষ খেয়ে চুন, বালি, ইট চুরি করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করে দেবে। বৈজ্ঞানিক মানুষের জন্য মারণাস্ত্র তৈরী করবে। কাজেই শিক্ষার সর্বস্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে সমাজে আদর্শবিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে প্রতিরোধ করতে হবে। তা না হলে নতুন শিক্ষানীতিও ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে।

ইংরেজী শিক্ষা এডিশনাল বিষয় হিসাবে থাকতে পারে বা যেমন চালু আছে তেমনি থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের ইংরেজী জানা দরকার।

আরবী শিক্ষা প্রাইমারী শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত—আরবী সম্পর্কে আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই দিতে হবে যেন কোরান ও হাদীস বুঝা সহজতর হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করে দিলেই আরবী শিক্ষা সহজতর হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা যার যার ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে।

বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বিধায় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর সাথে তার আত্মিক ও ধর্মীয় বন্ধন রয়েছে। যারা পরম বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাদের অধিকাংশের ভাষা আরবী। বিশ্বমানবের জন্য একমাত্র নির্ভুল কল্যাণকর বিধান পবিত্র কোরানের ভাষাও আরবী। বিশ্বমানবের পথের দিশারী মহানবী (দঃ)-এর ভাষা ছিল আরবী। মুসলিম বিশ্বের সাথে বন্ধুত্ব সুদৃঢ়করণ, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের প্রতি আনুগত্যশীল ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর নাগরিক হিসাবে আমাদের তরুণ সমাজকে গড়ে তুলতে হলে আরবী ভাষাও আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

সহশিক্ষা ও সহমেলামেশা মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তর থেকে অবিলম্বে তুলে দিয়ে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রও নারী পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক থাকতে হবে। একই শিক্ষাক্ষেত্রে, একই কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের একই শিক্ষা, একই কাজ পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় ডেকে আনবে। যার ফলশ্রুতি আজ নীহারবানু হত্যা, সালেহা হত্যা, মুনিরা হত্যা এবং বাংলার হাজার হাজার মেয়ের জীবন ধ্বংসের জন্য দায়ী ছেলে মেয়েদের সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অবিলম্বে বন্ধ করা না হলে, শুধু আইনের শাস্তি দিয়ে হাজার বাবু, হাজার ইকবালকে ফাঁসি দিয়ে এসব দুর্ঘটনা বন্ধ করা যাবে না কোনদিন। এরূপ ঘটনা আরও ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যেসব শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসছে, তারা সমাজের যে কোন কাজে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে যদি সরকার তাদেরকে কাজে লাগান। এরা সহজেই বিশুদ্ধ শিক্ষক হতে পারে। এরা যেকোন কাজে বিশ্বস্ত নাগরিক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারেন শুধু মাত্র

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব

(৯ম পৃঃ পর)

মাত্র টেনিং দিয়ে নিলেই হয়। সরকার যদি এদেরকে সুযোগ দেন তবে মধ্যপ্রাচ্যেও এরা যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। এককথায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে এবং এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার যে কোন বিভাগে যেতে পারে। এভাবে যদি ছাত্রসমাজকে গড়ে তোলা যায় তবে এরাই দেশের জন্য, সমাজের জন্য দায়িত্বশীল আদর্শ চরিত্রবান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্র-পরিচালক হতে পারে। আর যে সব শিক্ষার্থী মাদ্রাসা শিক্ষায় আরও উচ্চ শিক্ষা পেতে চায় তারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করবে। সরকারের ঘোষিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে ঢাকায় স্থাপন করা হোক, এটাই দেশের আপামর জনগণের ঐকান্তিক কামনা।

মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষার্থীদের মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, শিক্ষকের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, ছোটদের প্রতি, অভাবী গরীব মিসকিনের প্রতি, পাড়াপ্রতিবেশীর প্রতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধান জারি করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার্থীরা এসব পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। ফলে এরা ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে থাকে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ, খোদাভীরু, সচ্চরিত্র নাগরিক আমরা মাদ্রাসার ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ব্যতিরেকে কিছুতেই আশা করতে পারি না। এবার আশা করি সুধী সমাজ মাদ্রাসার ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারছেন।

এ শিক্ষার গুরুত্ব মেয়েদের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে যে নারী জাতির উপর রয়েছে ভবিষ্যৎ জাতি গড়ার দায়িত্ব, তাকে অবশ্যই নৈতিক চরিত্রসম্পন্না, সুশিক্ষিতা কন্যা, গৃহিনী ও মাতা হতে হবে। কাজেই নারী শিক্ষাকেও ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে নতুনভাবে গড়ে তোলা উচিত। তা না হলে জাতীয় চরিত্র সংশোধন ত্বরান্বিত হবে না কোনদিন।

গণমুখী শিক্ষা, উৎপাদনমুখী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু জাতীয় চরিত্র সংশোধন না হলে সরকারের সব পরিকল্পনা, সব শিক্ষাই ব্যর্থ হবে সন্দেহ নেই।

কাজেই শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ শিক্ষানীতি প্রণয়নে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন বলেই আমরা সর্বান্তকরণে আশা করি।